সিলেট

দোয়ারায় ১২ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে স্লুইসগেট ও রাবারড্যাম

দোয়ারাবাজার উপজেলায় দশ হাজার একর জমি চাষাবাদের আওতায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থাপিত হচ্ছে স্লুইসগেট ও রাবারড্যাম প্রকল্প।

উপজেলা এলজিইডি অফিস সূত্রে জানা যায়, ইতোমধ্যে রাবারড্যাম ও স্লুইসগেট নির্মাণের প্রস্তাবনাপত্র তাদের হাতে পৌঁছে গেছে। প্রস্তাবনাপত্রে একটি প্রকল্প বাংলাবাজার-বোগলা সড়কের সংযোগ স্থল ভোলাখালীতে নির্মাণের কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে স্থানীয় কৃষকরা জানান, রাবারড্যাম বা স্লুইসগেট প্রকল্প ভোলাখালীতে হলে কৃষি কাজে কোনো উপকারে আসবে না বরং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে বাংলাজার ইউনিয়নের প্রায় ১৫ টি গ্রামের মানুষ সারা বছরই পানি বন্দী হয়ে পড়বে। অপর দিকে কৃষি উৎপাদনের সুবিধার্থে একটি প্রকল্প উপজেলার বোগলা ইউনিয়নের দক্ষিণ কেম্পেরঘাট জামে মসজিদের পার্শ্বে উত্তর বালুচরার মধ্যস্থলে চিলাই নদীতে অন্যটি বাংলাবাজার ইউপির পুরান বাশতলা রাঙ্গাউটি গ্রামের সংযোগ স্থলে মনফরের ভাঙ্গৌলা নদীতে স্থাপিত হলে উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের দ্বীর্ঘদিনের আশার সঞ্চার হবে। এ নিয়ে স্থানীয় উপাকার ভোগী কৃষকরা ভোলাখালীর পরিবর্তে উল্লেখিত দুটি স্থানে রাবারড্যামও স্লুইসগেট নির্মানের দাবী জানিয়ে গত রোববার বাংলাবাজার ইউপির কলাউড়া মার্কেটে কয়েকটি গ্রামের কৃষকরা জেলা ও উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে গণ সাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নুরুল ইসলাম কন্ট্রাক্টর, আব্দুল হাই, ডাঃ আবু হানিফা, ফজলুর রহমান, সাব্বির আহমদ তোফায়েল আহমদ এবং স্থানীয় কয়েকটি গ্রামের কৃষকরা। সরেজমিন স্থানীয় কৃষকদের সাথে আলাপ করে জানাযায়, দশ হাজার একর জমি চাষাবাদের আওতায় দুটি প্রকল্প স্থাপিত হলে নবগঠিত বোগলা ইউপির সোনাচরা, আইন্দারগাঁও, রামনগর, বালুচরা, কেম্পেরঘাট, আলমখালী, বোগলা, বহরগাঁও, মোল্লাপাড়া, বাঘাহানা, নেপালকুঠি, চান্দেরঘাট, ইদুকোনা, পেশকারগাঁও, কৈয়াজুরী, ধর্মপুর, বাংলাবাজার ইউপির পুরান বাঁশতলা, রাঙ্গাউটি, কলাউড়া, রামশায়ের গাঁও, ডালিয়া, বামের বন্দ, চিলাইপাড়, মৌলারপাড়, সহ প্রায় অর্ধশত গ্রামের কৃষক উপকারভোগী হবে। আর এতে প্রতি বছর কৃষকরা দশ হাজার একর জমিতে ইরি-বোরো চাষাবাদ সহ লক্ষাধিক টাকার সবজি উৎপন্ন করতে পারবে। কৃষকরা আরো জানান, বাংলাবাজার ইউনিয়নের লম্বাপাড়া নদীতে আরো একটি রাবারড্যাম অথবা স্লুইসগেট নির্মাণ করা হলে নরসিংপুর এবং বাংলাবাজার দু ইউপির অন্ততঃ ১৫/২০ টি গ্রামের কৃষকরা প্রায় ৩ হাজার একর ইরি-বোরো ফসলের আওতায় আসবে। স্থানীয় কৃষকরা জানান, তাদের নিজ উদ্যোগে প্রতি বছর চিলাই নদীতে মাটির বাঁধ নির্মান করে প্রায় দশ হাজার একর জমিতে ইরি-বোরো চাপষাবাদ সহ মৌসুমী সবজি চাষ করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে আসছেন। স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদিত সবজির মধ্যে আলু, মরিছ ,টমেটো, গম, করলা, বাধা কপি, ফুলকপি, সিম, নানা রকমের সবজি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বিভাগীয় ও জেলা শহরের প্রতিটি হাট-বাজারে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। উপজেলা কৃষি অফিস ও কৃষকদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী জানাযায়, প্রতি বছর উপজেলার চিলাইও মৌলা নদীতে বাঁধ দিয়ে ১০ হাজার একর জমিতে উৎপাদিত ৬ লাখ মন ধান এছাড়াও শাক-সবজি কয়েক লক্ষ টাকা বিক্রি হয়ে হয়ে থাকে। চিলাই ও মৌলা নদীতে স্লুইসগেট ও রাবারড্যাম প্রকল্প স্থাপিত হলে এসব এলাকার কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে ধান ও সবজি উৎপাদনের সুযোগ পাবে। এছাড়া সীমান্ত এলাকার সড়ক যাতায়াত ব্যবস্থা আরো উন্নত হবে।

পরিকল্পিতভাবে সিলেটে বিদ্যুৎ বিপর্যয়

সিলেটে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ও বিতরণে চলছে তুঘলকি কান্ড। পরিকল্পিতভাবে প্রতিদিন ঘণার পর ঘণা করা হচ্ছে লোডশেডিং। অথচ চাহিদা মত পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে জাতীয় গ্রীডে। বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে প্রতিদিন নগরীর কোথাও না কোথাও সড়ক অবরোধ করা হচ্ছে। ট্রানফরমার বিকলের নামে দু' তিনদিন থেকে সপ্তাহ ব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হচ্ছে কোন কোন এলাকায়। এসব বিষয় নিয়ে নগরবাসীর মধ্যে অসন্তোষ দানা বাধছে। যে কোন সময় এর বিস্ফোরণের আশঙ্কা করছেন ভূক্তভোগীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিলেটকে তিনটি বিভাগে ভাগ করে বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ ১, ২ ও ৩ নামে প্রতিদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এই তিন বিভাগে মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় এক লাখ ২০ হাজার। বিতরণ বিভাগ-১ এ ৩৩ কেভি লাইনে সাড়ে সাত কিলোমিটার ও ১১ কেভি লাইনে প্রায় দু'শ কিলোমিটার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এসব লাইনের মধ্যে ৪০ কিলোমিটার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এই সেকশনে ৩শ' ৫০টি ট্রানফরমার থাকলেও বর্তমানে অনেক কম। এর মধ্যে ১৮টি ট্রানফরমার চুরি হয়ে গেছে। এছাড়া প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ট্রানফরমার বিকল হয়ে যাচ্ছে। গত বুধবার রাতে কুমারগাঁওয়ে ৩৩ কেভি লাইন ছিঁড়ে রাস্তায় পড়ে গেলে নগরীর বেশির ভাগ এলাকায় প্রায় ৩ ঘণা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে। এছাড়া গত মঙ্গলবার রাতে আম্বরখানা এলাকায় একটি ট্রানফরমার অকেজো হয়ে গেলে ব্যস্ততম এই এলাকায় প্রায় তিনঘণা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে প্রায় প্রতিটি ট্রানফরমার জোড়াতালি দিয়ে ওভার লোডেড করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। যে কারণে প্রতিদিন বিকল হচ্ছে ট্রানফরমার। আর সংস্থার মেরামতের নামে পিডিবির একশ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারী হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। কয়েকজন গ্রাহক জানিয়েছেন এসব অসাধু কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় রয়েছেন সিবিএ নামধারী কতিপয় নেতা। যারা পিডিবিতে চাকরির নামে প্রতিদিন নগরীতে মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরেন। আর সরকারের লাখ লাখ টাকা লুটপাট করে বিলাসী জীবন যাপন করেন। বিতরণ বিভাগ ২ এর চিত্র আরও করুন। এই সেকশনে মোট ৩৬ হাজার গ্রাহককে ৩৩ কেভিতে ৬৫ কিলোমিটার এবং ১১ কেভিতে ৮০ কিলোমিটার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। এর মধ্যে ৫০ ভাগ লাইন পাহাড়ি ও উঁচু নিচু টিলা এলাকায়। ৪০ কিলোমিটার এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যুৎ লাইন থাকলেও এদিকে দৃষ্টি নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। ৩শ' ২০টি ট্রানফরমারের মধ্যে ৫০টি ট্রানফরমার ওভার লোডিং করে। আর ১৬টি ট্রানফরমার চুরি হয়ে গেছে। বিতরণ বিভাগ-৩ এ ১১ কেভি লাইনে ৮০ কিলোমিটার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এই সেকশনে ও প্রায় ৩০ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ওভার লোডিং করে ট্রানফরমারে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে।

বিতরণ বিভাগ-১ এ ১৭টি ফিডারে প্রতিদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হলেও দৈনিক ২ থেকে ৩টি ফিডার বন্ধ থাকে। বিতরণ বিভাগ-২ এ ৮টি ফিডারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় এবং বিতরণ বিভাগ-৩ এ ৬টি ফিডারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে এসব ফিডার সমূহ বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে থাকে। এগুলো রক্ষণাবেক্ষনে কোন দায়িত্বশীল তদারকি নেই। এ কারণে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ফিডারে বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কথা স্বীকার করে বলেছেন, এই বিভাগকে ঢেলে সাজানো উচিত।

জানা গেছে, জাতীয় গ্রীড থেকে সিলেটের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় স্থানীয় গ্রীডে। কিন্তু বিতরণে ত্র"টি থাকায় নগরবাসী এই সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত।

bbti
ফুড হাইজিন কোর্স
Food Hygiene Course
Home Inspection Report for immigration purposes
ইমিগ্রেশনের জন্য ঘরের উপর হেলথ্ রিপোর্ট
Health & Safety Course
হেলথ্ এন্ড সেফটি কোর্স
First Aid Course
ফার্স্ট এইড কোর্স
FOR ANY OF THE SERVICES
Please Call on: 020 7474 5354

পদত্যাগ করলেন সম্পাদক মুমতাজ সহ শ্যামল সিলেট'র ১১ সাংবাদিক

এতোদিন স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা শ্যামল সিলেট'র প্রিন্টার্স লাইনে সম্পাদক হিসেবে নাম ছিল চৌধুরী মুমতাজ আহমদের। সোমবার বদলে যায় প্রিন্টার্স লাইনের কয়েকটি লাইন। এর মধ্যে যুক্ত হয় নতুন দু'টি নাম; আর বাদ পড়ে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক চৌধুরী মুমতাজ আহমদের নাম। দীর্ঘ ৯ বছর পর হঠাৎ এমন পরিবর্তন সকলের চোখেই ধরা পড়ে। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো- রোববার রাতে পদত্যাগ করেছেন চৌধুরী মুমতাজ আহমদ,এর আগে গত সপ্তাহে শ্যামল সিলেট ছেড়ে যান আরো ১০ সাংবাদিক।

গত সপ্তাহে পদত্যাগকারী সাংবাদিকরা হলেন- বার্তা সম্পাদক মুকিত রহমানী, চিফ রিপোর্টার মঈন উদ্দিন, সিনিয়র রিপোর্টার আনন্দ সরকার, মানব চ্যাটার্জ্জী, আবুল মোহাম্মদ ও শাহেদ আহমদ, সাব এডিটর সাঈদ চৌধুরী টিপু, স্টাফ রিপোর্টার মিসবাহ উদ্দীন আহমদ, এস এম রফিকুল ইসলাম সুজন এবংে স্পোর্টস রিপোর্টার তুহিন চৌধুরী।

পদত্যাগের কারণ জানা যায়নি। তবে সদ্য পদত্যাগী শ্যামল সিলেট'র চিফ রিপোর্টার মঈন উদ্দিন উত্তরপূর্বকে জানান, শ্যামল সিলেট-এ কয়েকদিন ধরে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিবেশ এবং দীর্ঘদিন ধরে বেতন ভাতাদি পরিশোধ না করায় তারা পদত্যাগ করেছেন।

মঈন উদ্দিন জানান, তারা দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত বেতন-ভাতা ও সুস্থ কাজের পরিবেশ দাবি করে আসছিলেন। এ নিয়ে দফায় দফায় কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠকও হয়েছে। আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় তারা পদত্যাগ করেছেন।

www.madinaislamicstores.com
madina
Islamic Stores
MADINA ISLAMIC STORE
আমাদের কাছে পাবেন ইসলামিক পোশাক সামগ্রী, আতর, সিডি, ডিভিডি, বাচ্চাদের খেলার সামগ্রী, আতর, সিডি, ডিভিডি, বাচ্চাদের খেলার সামগ্রী, ইসলামী বই-পুস্তক, এহরামের কাপড়সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।
Madina Money & Travel
প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পৃথিবীর যে কোন দেশে অর্থ প্রেরণ ও এয়ার লাইনের টিকেটের জন্য আমরাই অভিজ্ঞ।
আজই যোগাযোগ করুন-
312, Bethnal Green Road
London E2 0AG
Tel: 0207 729 5445
ইউরোবাংলার রেফারেন্স দিলে ১০% ছাড়।
এবং মানি ট্রান্সফার ও ট্রাভেলস-এ বিশেষ সুবিধা।